03 MAY 2016
তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ .....

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নতি হইলেও কিছু বৈসাদৃশ্য সত্যই পীড়াদায়ক। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবর হইতে জানা যায়, টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পাঁচ শতাধিক কর্মী নিয়োগ পাইবার ১৩ মাস পরও বেতন-ভাতা পাইতেছেন না। ফলে, তাহাদের পরিবার-পরিজনসহ মানবেতর জীবন যাপন করিতে হইতেছে। তবে, এইরকম ঘটনা কেবল টাঙ্গাইলে ঘটিতেছে না, অনেক অঞ্চলেই দেখা যাইতেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৫ সালে ৭৫ জন দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ পান। যোগদানের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহারা সরকারি কোনো বেতন-ভাতা পান নাই। উল্লেখ্য, দেশের ৩৬ হাজার ৯৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে। প্রথম বৎসর নিয়োগ দেওয়া হয় ১২ হাজার। ২০১৩-১৪ অর্থবৎসরেও নিয়োগ দেওয়া হয় ১২ হাজার। আর, ২০১৫ সালে সংশোধিত বিধিমালা মোতাবেক নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল ১২ হাজার ৯৮৮ জন। তবে, অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করা হইয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে নীতিমালা উপেক্ষা করিয়া নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদেরই অনেকের বেতন আটকাইয়া আছে। নিয়োগ নিয়া ব্যাপক অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে, হাইকোর্টে মামলাও হইয়াছে, যাহা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহারা বেতন-ভাতা পাইবেন না।

দুর্মূল্যের এই বাজারে কে না সরকারি চাকরি চাইবে! হোক না তা প্রথামিক বিদ্যালয়ে দপ্তরি কাম প্রহরীর পদ। ফলে প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া উঠে, অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে নিয়োগ বাণিজ্যও রমরমা হইয়া উঠে। অনেকে কাঠ-খড় পুড়াইয়া, অনেক অর্থের বিনিময়ে অবশেষে নিয়োগপত্র হাতে পাইলেও এবং অনেকগুলি মাস চাকুরি করিবার পরেও তাহাদের ভোগান্তি শেষ হইতে চাহে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত দপ্তরি কাম প্রহরীদেরও যেন সেই ভোগান্তির কাল চলিতেছে। অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়া প্রশ্ন উঠায় তাহাদের বেতন-ভাতা আটকাইয়া আছে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, শিক্ষা কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণেও অধিদপ্তর হইতে তাহাদের বেতন-ভাতা ছাড় পাইতে বিলম্ব হইতেছে। অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া বা কর্মকর্তাদের অবহেলা যে কারণেই হউক না কেন, নিম্নস্তরের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দীর্ঘকাল বন্ধ থাকা কোনোভাবেই কাম্য নহে। কারণ, স্বল্প ও সীমিত আয়ে বড় বড় পরিবারের বোঝা তাহাদের বহিতে হয়। আর সেই দুশ্চিন্তায় তাহারা নিশ্চিতভাবেই কর্মক্ষেত্রেও যথেষ্ট মনোযোগী হইতে পারেন না।

বিশ্ব ব্যাংক তাহার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সরকারের উদ্যোগ ও অর্জনের নানা দিক তুলিয়া ধরিয়াছে। বিশ্ব ব্যাংক বলিতেছে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তুমুল গতিতে দুস্তর পথ অতিক্রম করিয়াছে এবং শিক্ষায় অভিগম্যতা ও সমতা অর্জনে অনেক দূর আগাইয়াছে। একটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদনেও গত ১৬ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে উন্নতির চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে গমন-উপযোগী শিশুদের ভর্তির হার যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি বাড়িয়াছে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার হারও। শুধু ভর্তি বা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবার হার নহে, শিক্ষার্থীদের শিখিবার যোগ্যতা এবং লৈঙ্গিক সমতাও বাড়িয়াছে। সেইসঙ্গে, প্রাথমিকের শিক্ষকদের যোগ্যতাও বাড়িয়াছে। অন্যদিকে কমিয়াছে ঝরিয়া পড়িবার হার। অগ্রগতির এই চিত্রের পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে অসাধু নিয়োগ বাণিজ্য ও নিয়োগপ্রাপ্তদের ভোগান্তির চিত্র। প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীরা কারণে-অকারণে সর্বদাই অবহেলার শিকার হন। উচ্চপর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব তাহাদের বঞ্চনা আরও বাড়াইয়া তোলে। আর ইহার অভিঘাতে শিক্ষাদানের মানও অবনত হইতে থাকে। তাই, আমরা আশা করিব, যথাদ্রুত নিম্নস্তরের এইসকল কর্মচারীর বেতন-ভাতা সংকটের অবসান ঘটিবে।